উদ্ভাবন সংকলন

২০২০-২০২১

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়ের নাম: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৭। উদ্ভাবনের শিরোনাম: হজ্বযাত্রীগণের জন্য অনলাইন প্রাক-নিবন্ধন

পটভূমি:

২০১৫ সালে সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটার তুলনায় হজ্বযাত্রীদের সংখ্যা বেশি হয় এবং সে সময় হজ্ব ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক হজ্বযাত্রী সেই বছরে হজ্বে যেতে পারেননি। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ খ্রি./১৪৩৭ হি. সন থেকে প্রথমবারের মত হজ্বযাত্রীদের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে। হজ্বযাত্রীদের হজে যাবার নিশ্চয়তা প্রদানের এই উদ্ভাবনের কারনে হজ্বযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ্ব পালনে যেতে পারছেন। সারা বছরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেম চালুর ফলে হজ্বযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ্ব পালনে যেতে পারবেন।

প্রাক্-নিবন্ধন পদ্ধতি:

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছু সকল হজ্বযাত্রীগণ অন-লাইন প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমে নিবন্ধিত হবেন। নিবন্ধিত হজ্বযাত্রীগণ সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটা অনুসারে নিবন্ধনের ক্রমানুসারে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের সুযোগ পাবেন। প্রত্যেক হজ্বযাত্রী নিজের জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) দিয়ে প্রাক নিবন্ধন করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রির পর হজ্বযাত্রীগণ ট্র্যাকিং নম্বরসহ একটি পেমেন্ট ভাউচার পাবেন। হজ্বযাত্রীগণ উক্ত পেমেন্ট ভাউচার দিয়ে সরকার নির্বাচিত ব্যাংকে পূর্ব ঘোষিত নির্ধারিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে প্রাক-নিবন্ধন ক্রমিক নম্বরসহ একটি প্রাক-নিবন্ধন সনদ পেয়ে থাকেন।

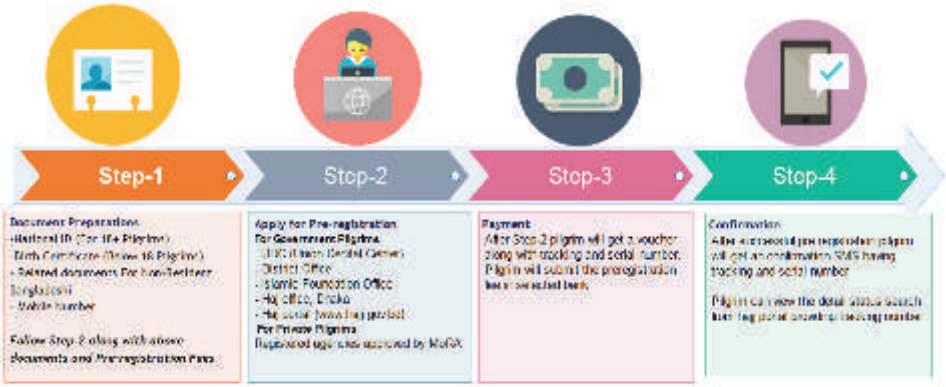

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজের প্রাক্-নিবন্ধন করা যায়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ অফিস, ঢাকা, সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করা যায়। অন্যদিকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ এজেন্সির মাধ্যমে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করা যায়।

প্রাক্-নিবন্ধন পদ্ধতির ভিডিও লিংক নিম্নরুপ:
https://www.youtube.com/watch?v=qkuVJ_gMF2w

প্রাক-নিবন্ধনের সুবিধা:

হজ্বে গমনেচ্ছুদের জন্য প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ও সহজে হজ্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে হজে গমনেচ্ছুদের জন্য হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম চালুর ফলে হজ্ব গমনেচ্ছুদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাই হজের কার্যক্রমকে ত্রুটিমুক্ত, সহজ এবং সবার জন্য সমান উপযোগী হিসেবে নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো- যারা চলতি বছর নিবন্ধন করা সত্ত্বেও হজ পালনে যেতে পারেনি; সে সব অতিরিক্ত হজে গমনেচ্ছু যাত্রীরা পরবর্তী বছর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হজ্ব পালন করতে পারবেন। প্রাক্-নিবন্ধন একটি বছরব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক যিনি হজ্বে যেতে ইচ্ছুক, বছরের যেকোন সময় প্রাক্-নিবন্ধন সম্পন্ন করে পবিত্র হজ্বে গমনের জন্য প্রাক্-নিবন্ধিত হতে পারবেন।

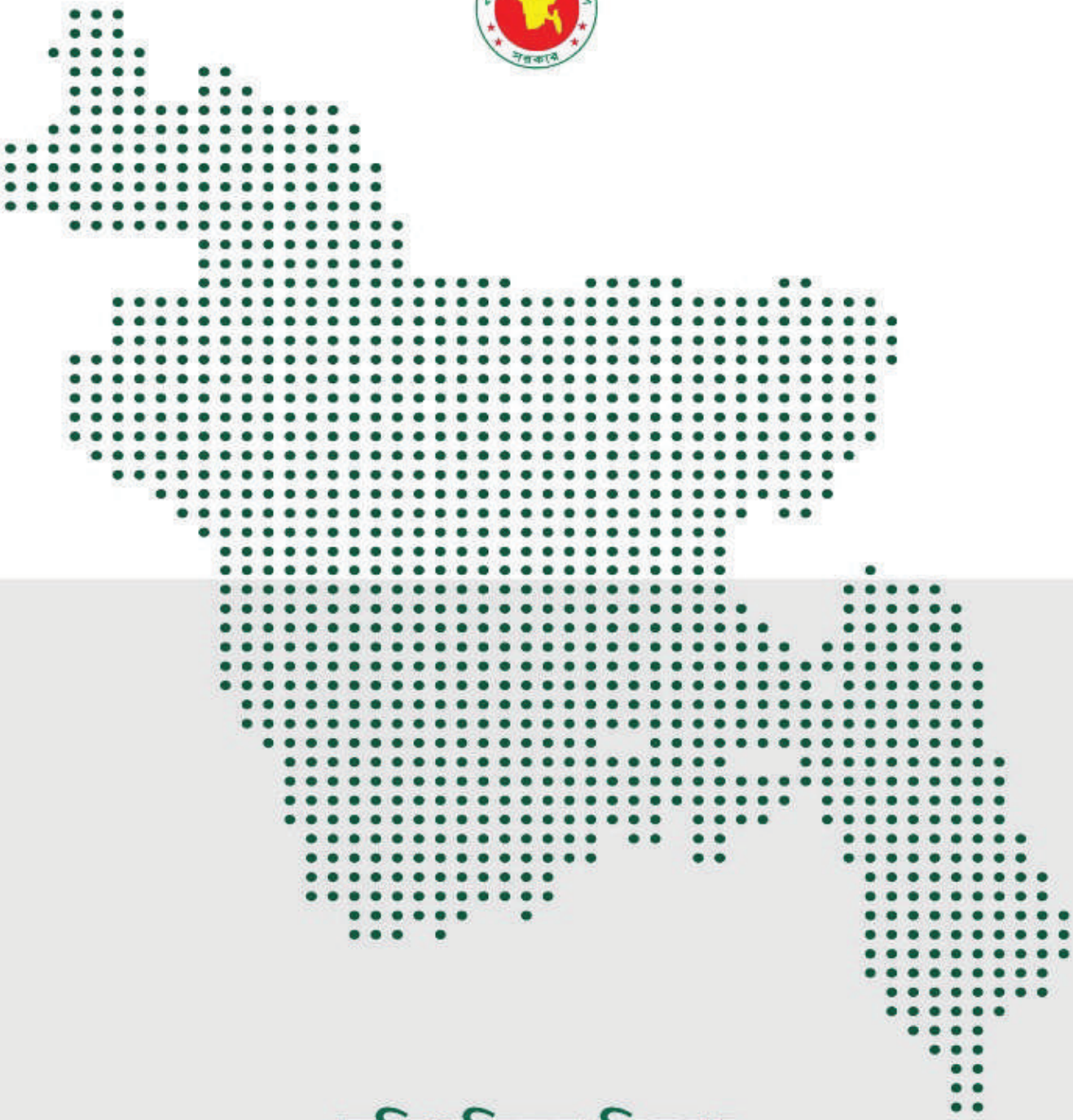

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার